যুগান্তর

তারিখ 27 SEP 2005
পৃষ্ঠা ১

ভর্তি হতে পারবে না ৬০ হাজার শিক্ষার্থী

মুশতাক আহমদ

এইচএসসি উত্তীর্ণ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী এবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে। দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। পাশাপাশি একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থীকে এবারও উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতসহ বহির্বিশ্বমুখী হতে হবে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, রেকর্ডসংখ্যক শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এর তীব্র প্রভাব পড়বে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সাড়ে ১৪শ'। এসব প্রতিষ্ঠানে মাত্র ১ লাখ ৮২ হাজার ৩১০টি আসন রয়েছে। আর এবার

ভর্তি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ভর্তি : শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর) এইচএসসিতে মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৯ জন ছাত্রছাত্রী।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে একান্ত বাধ্য হয়েই উচ্চশিক্ষা নিতে 'অপারগ' ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা 'নামসর্বস্ব' কোন কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এবং মফস্বলের ডিগ্রি কলেজগুলোতে পাঠ গ্রহণে ভর্তি হতে হবে। তারপরও হবে না শেষ রক্ষা। এ জন্য বিশেষজ্ঞরা ওইসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

উচ্চশিক্ষার জন্য বরাবরের মতো সবচেয়ে বেশি ভিড় জমবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বুয়েটসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ও কলেজগুলোতে। এসব প্রতিষ্ঠানে একটি আসন দখল করার জন্য তীব্র 'ভর্তিযুদ্ধ' হবে।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫৪৯ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। উত্তীর্ণদের মধ্যে জিপিএ-৫ বা সব বিষয়ে ৮০ থেকে ১০০ নম্বর পেয়েছে ৫ হাজার ৫০৯ জন। এছাড়া জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৩৬ হাজার ৬৭৬ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৪-এর মধ্যে পেয়েছে ৩৯ হাজার ২৬৩ জন, জিপিএ-৩ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে পেয়েছে ৪৯ হাজার ৯৫৫ জন, জিপিএ-২ থেকে ৩-এর মধ্যে পেয়েছে ৯২ হাজার ৯৭৪ জন এবং জিপিএ-১ থেকে ২-এর মধ্যে পেয়েছে ২১ হাজার ১৩২ জন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এর বাইরে মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আরও ৩০ হাজার ৫৫৫ জন শিক্ষার্থী তো আছেই। তাদেরও অনেকে উচ্চশিক্ষার জন্য ভিড় জমাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের মধ্যে জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৩ প্রাপ্ত ৯ হাজার ৭৮১ জন শিক্ষার্থী যদি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ভিড় করে, সেক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় আরও দশ হাজার শিক্ষার্থীর বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অথচ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব মতে, দেশজুড়ে সাড়ে ১৪ শতাধিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ অনার্স ও ডিগ্রির আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অনার্সে ৭৪ হাজার ৪শ', ৫২টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫ হাজার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১০৬৯টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৮৭ হাজার ১শ' আসন রয়েছে। দেশে মোট ৬১টি অনার্স কলেজে ৫৫ হাজার আসন রয়েছে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া), ২১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আসন সংখ্যা মাত্র ১৯ হাজার ৪শ', ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে সাড়ে ১৪শ', বুয়েটে ৮১০টি আসনসহ মোট সাড়ে ২১ হাজার সিটের দিকেই মূলত শিক্ষার্থীদের নজর। সে হিসাবে এখানে হবে তীব্র ভর্তিযুদ্ধ। এক্ষেত্রে দুর্ভোগ এবং মত দুশ্চিন্তা দেখা দেবে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের জন্য। এক হিসাবে দেখা গেছে, বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মতো মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েট) আসন মাত্র ২৫ হাজার। এছাড়া ৩০টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, বিআইটি, লেদার টেকনোলজি, টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট ও বেশকিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এতেও সাড়ে ৩ হাজার আসন রয়েছে।

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এমনকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজে অনার্স শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ন্যূনতম একটি স্ট্যান্ডার্ড ফলাফলের অধিকারী হতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে জিপি ৬ পেতে হয়। এক্ষেত্রে ভর্তিচ্ছুর এসএসসি'র ফলাফল যদি ভাল হয়, আর এইচএসসিতে ভর্তির আবেদনের জন্য কমপক্ষে জিপি-২ধারীদের ভর্তির যোগ্য ধরা হয়, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলো এবং বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই এবার উত্তীর্ণ এক লাখ শিক্ষার্থীতে পূর্ণ হয়ে যাবে।

এদিকে দেশের বৈরী রাজনৈতিক আবহাওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা তো রয়েছেই। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয়া, ভারতসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি এক হিসাবে দেখা গেছে, শুধু ভারতেই প্রতি বছর ১০ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার্থে গমন করে। এবার আসন সঙ্কটের কারণে বিদেশগমনের প্রবণতা আরও বাড়বে বলে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর মেয়াদি ডিগ্রি খোলার কারণে শিক্ষার্থীরা আবার পাস কোর্সে পড়তে অনাগ্রহী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স কোর্সে বিশেষ করে বেসরকারি অনার্স কলেজ শিক্ষার্থীকে খুব কমই টানতে পারছে। সেক্ষেত্রে সবার লক্ষ্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি। কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় ও সাধ্যের বিষয়টি অনেকের আবার হতাশ করে। সবমিলিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।